উপস্থিত ঃ মোঃ হাসান জামান, সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, পটিয়া , চট্টগ্রাম।

আদেশ নং-৩৯
তারিখ ০১-০২-২০২৩

অদ্য সোলেনামা বিষয়ে আদেশের জন্য দিন ধার্য আছে।
উভয়পক্ষ আদালতে অনুপস্থিত।

বাদীগণ ও ১-৪ নং বিবাদীপক্ষ বিগত ১২/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখে এফিডেভিট সহযোগে একখানা সোলেনামা দাখিল করেছেন। যা নথিতে সামিল পাওয়া গিয়াছে।

অতপর নথি সোলেনামা বিষয়ে আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

দাখিলী সোলেনামা সহ রেকর্ড পর্যালোচনা করলাম।

বাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি নিবেদন করেন যে, অত্র মামলা চলাবস্থায় উভয়পক্ষের মধ্যকার তর্কিত বিষয় স্থানীয়ভাবে আপোষ মীমাংশা হয়েছে। এখন উভয়পক্ষ তাহাদের মধ্যকার সম্পাদিত সোলেনামা অনুসারে অত্র মামলার ডিক্রিমূলে নিষ্পত্তির প্রার্থনা করেন।

বিবাদীপক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি উভয়পক্ষের মধ্যকার আপোষ মীমাংসার বিষয়টি স্বীকার করেছেন এবং বিবাদীপক্ষ কথিত সোলেনামায় স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে স্বাক্ষর করেছেন মর্মে জানিয়েছেন।

বাদীপক্ষে ৩ নং নং বাদী **মোঃ শাহ আলম** সোলেনামা ও মামলার সমর্থনে PW-1 হিসাবে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। PW-1 কর্তৃক দাখিলী কাগজাদি প্রদর্শনী-১-১১ হিসাবে চিহ্নিত হলো। বিবাদীপক্ষ তাকে কোন জেরা করেননি।

একইভাবে, বিবাদীপক্ষে ৩ নং বিবাদী নজির আহমদ নিজ ও অপরাপর বিবাদীর পক্ষে সোলেনামার সমর্থনে DW-1 হিসাবে জবানবন্দি প্রদান করেছেন। বাদীপক্ষ তাকে কোন জেরা করেননি।

উভয়পক্ষ কর্তৃক সম্পাদিত গত ১২.১১.২০২০ খ্রিঃ তারিখের সোলেনামা, আরজি ও দালিখী কাগজাদি পর্যালোচনা করলাম।

বাদীপক্ষ নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ব এবং উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত বি এস খতিয়ান ভুল মর্মে ঘোষনা সহ দলিল সংশোধনের ডিক্রীর প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেন।

<u>বাদীপক্ষের মামলার মূল বক্তব্য হলো,</u>

নালিশী জমির মূল মালিক ছিলেন জমির আলী ও হামিদ আলী। তাদের নামে আরএস ২৩৮/২৪৪ নং খতিয়ান হয়। জমির আলী মরনে কন্যা রকিমজান ও মানিক জান ওয়ারীশ থাকে। মানিকজান মরনে স্বামী আবদুল গণি ও বোনরকিমজান ওয়ারীশ থাকে। আবদুল গণি ২০/০৭/ ১৯৫৪ ইং তারিখে কবলামুলে ৬ শতক ভুমি অছিউর নবী @ অহিদুরন্নবী বরাবর বিক্রয় করেন। আর এস রেকর্ডী হামিদ আলী হতে ১৯৪৩ সনে ১৫.৫০ শতক ভুমি ঠান্ডা খরিদের পর উক্ত ভুমি ঠান্ডা মিয়া ১২/০৩/৫৬ ইং তারিখে অহিদুর ন্নবীর কাছে বিক্রয় করেন।

হামিদ আলী বিক্রিবাদ ভূমি ২/৭/১৯৪৩ ইং তারিখে অলি মিয়ার নিকট বিক্রয় করেন। উক্ত অলি মিয়া থেকে ২৭/০৫/১৯৫৭ ইং তারিখে ৪১৯৭ নং কবলামুলে ১০ শতক এবং ১১/০১/১৯৬০ ইং তারিখে ১০৯ নং কবলামুলে ১৬ শতক ভূমি অহিদুন্নবী খরিদ করেন। এভাবে বিভিন্ন কবলামুলে অহিদুর ন্নবী ৪৭.৫০ শতক ভূমির মালিক হন।

বাদীপক্ষের মামলার আরো বক্তব্য হলো, অহিদুরন্নবী মরনে ৩ পুত্র ৩ কন্যা ওয়ারীশ থাকে। প্রত্যেক পুত্র ১০.৫৫ শতক এবং প্রত্যেক কন্যা ৫.২৭ শতক করে সম্পত্তি পায়। কন্যা আয়শা ও রাবেয়া নালিশী ও অনালিশী দাগে ১২ শতক ভূমি ভ্রাতা মোহাম্মদ হারুন বরাবর হস্তান্তর করেন। মোহাম্মদ হারুন তাহার মৌরশী ও খরিদসূত্রে ভোগদখলকার থাকাবস্থায় ২৬/১১/২০০৬ ইং তারিখে ১২৪৩১ নং কবলামুলে আর এস ২৯৩৯/২৯৪৩/২৯৪৪/২৯৪৫/২৯৪০ দাগের সামিল বি এস ৩৮৩২/৩৮১৯/৩৮২০/৩৮২৭ দাগ আন্দরে আপোষমতে আর এস ২৯৩৯ সামিল বি এস ৩৮৩২ দাগের ১৩ শতক আন্দরে ৬ শতক ভূমি বাদীগনের নিকট কবলামুলে হস্তান্তর করেন। বাদীগণ নালিশী ভূমিতে ভোগদখলে থাকাবস্থায় বিগত ২৭/০৩/২০১৭ ইং তারিখে জানতে পারেন যে, উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বি এস ৭১১ নং খতিয়ান ভুলভাবে রেকর্ড হয়েছে। কথিত খতিয়ানে বাদীগনের বায়া অহিদুরন্নীর নাম সঠিক ভাবে লিপি হলেও নালিশী ৩৮৩২ দাগের ভূমি ভুলক্রমে নিঃস্বত্ববান জমির গং এর নামে রেকর্ড হয়।

বাদীপক্ষের মামলার আরো বক্তব্য হলো, বাদীগনের বায়ারা বায়া বিগত ২১/০৭/১৯৫৪ ইং তারিখের ৪৬৪৪ নং দলিলের তফসিলে মৌজা চরলক্ষার স্থলে ভুলক্রমে শিকলবাহা লিপি হয় যা বাদী অতি সম্প্রতি বাদীগণ জানতে পারে। পরবর্তীতে বাদী শিকলবাহা মৌজার ২৯৩৯ নং দাগের খতিয়ান বিষয়ে সংবাদ নিতে গিয়ে জানতে পারেন যে, আর এস ২৯৩৯ দাগের কোন খতিয়ান নেই এবং আর এস ২৬৮৭-৩৫০০ নং দাগ ছুট দাগ হওয়ায় কোন খতিয়ান সরবরাহ করা যাবে না। এছাড়া শিকলবাহা মৌজার ২৯৩৯ দাগের কোন বি এস দাগ নেই। দলিল লিখকের অসবাধনতার কারনে মৌজা চরলক্ষ্যার জায়গায় শিকলবাহা লিপি হয়। উক্তরুপ অবস্থায় বাদীপক্ষ অত্র মামলা দায়ের করেন।

বাদীপক্ষ দাবির সমর্থনে নিন্মবর্নিত কাগজাদি দাখিল করেন।

১। চরলক্ষ্যা মৌজার আর এস- ২৩৮/২৪৪ নং খতিয়ান এর সি.সি প্রদর্শনী- ১ সিরিজ

২। বি এস ৭১১/৩৩ নং খতিয়ানের সি.সি প্রদ- ২ সিরিজ

৩। ২০/০৭/১৯৪৪ ইং তারিখের ৪৬৪৪ নং কবলার সি.সি প্রদ- ৩

৪। ০২/০৭/১৯৪৩ ইং তারিখের ৫৩২৬ নং কবলার সি.সি প্রদ-৪

৫। ১২/০৩/১৯৫৬ ইং তারিখের ১৮০৩ নং কবলার সি.সি প্রদ-৫

৬। ০২/০৭/১৯৪৩ ইং তারিখের ৫৩২৭ নং কবলার সি.সি প্রদ-৬

৭। ২৭/০৫/১৯৫৭ ইং তারিখের ৪১৯৭ নং কবলার সি.সি প্রদ-৭

৮। ১১/০১/১৯৬০ ইং তারিখের ১০৯ নং কবলার সি.সি প্রদ-৮

৯। ০১/০৩/১৯৮৭ ইং তারিখের ১৭০২ নং কবলার সি.সি প্রদ-৯

১০। ২৬/১১/২০০৬ ইং তারিখের ১২৪৩১ নং কবলার সি.সি প্রদ-১০

১১। সংবাদের মূল কপি প্রদর্শনী-১১

মোঃ শাহ আলম P.W.-1 এর গৃহীত জবানবন্দি, নথি ও দাখিলকৃত কাগজাদি (প্রদর্শনী ১-১১) দেখলাম এবং পর্যালোচনা করলাম।

নালিশী তফসিল পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাদীপক্ষ আর এস ২৩৮ নং খতিয়নের ২৯৩৯ দাগ তৎসামিল বি এস ৭১১ নং খতিয়ানের বি এস ৩৮৩২ দাগের ১৩ শতক আন্দরে ৬ শতক ভূমিতে স্বত্ব সহ অন্যান্য প্রতিকার প্রার্থনা করেন।

বাদীপক্ষ অহিদু ন্নবী খরিদসূত্রে ৪৭.৫০ শতকের মালিক মর্মে দাবি করলেও বিভিন্ন তারিখের খরিদা দলিল প্রদর্শনী-৩, ৫, ৭ ও ৮ হতে দেখা যায় অহিদুর নবী উক্ত কবলামুলে (৬+১০+১০+১৬) = ৪২ শতক ভূমি খরিদ করেন। উক্ত ভূমির মধ্যে অহিদু ন্নবী বিগত ২০/০১/১৯৫৪ তারিখের ৪৬৪৪ নং দলিলমূলে আর এস ২৩৮ খতিয়ানের ২৯৩৯ দাগে ৬ শতক ভূমি খরিদ করেছিলেন। উক্ত দলিল অত্র মামলার তর্কিত দলিল। বাদীপক্ষ উক্ত দলিলের তফসিলে মৌজা চরলক্ষ্যার জায়গায় ভুলক্রমে শিকলবাহা লিপি ভুল দাবি করেছেন। তবে , উক্ত দলিলের খতিয়ান বা দাগ বিষয়ে কোন আপত্তি করেননি।

বাদীগনের বায়া মোহাম্মদ হারুন অহিদুরন্নবীর পুত্র হয়। অহিদ্দুন্নবীর কন্যা রাবেয়া ও আয়শা খাতুন **প্রদর্শনী- ৯** মূলে ১৪ শতক ভূমি মোহাম্মদ হারুনের নিকট বিক্রয় করেন। প্রদর্শনী ১০ হতে প্রতীয়মান হয় মোহাম্মদ হারুন তাহার মৌরশী ও খরিদসূত্রে প্রাপ্ত ভূমি থেকে আর এস ২৯৩৯/২৯৪৩/২৯৪৪/২৯৪৫/২৯৪০ দাগের সামিল বি এস ৩৮৩২/৩৮১৯/৩৮২০/৩৮২৭ দাগ আন্দরে আপোষমতে আর এস ২৯৩৯ সামিল বি এস ৩৮৩২ দাগের ১৩ শতক আন্দরে ৬ শতক ভূমি বাদীগনের নিকট বিক্রয় করেন। সুতরাং উক্ত ৬ শতক ভূমিতে বাদীগনের স্বত্ব স্বার্থ আছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

প্রদর্শনী-১০ হতে দেখা যায়, মোহাম্মদ হারুন তাহার পিতার ২০/০১/১৯৫৪ ইং তারিখের ৪৬৪৪ নং কবলামুলে খরিদীয় নালিশী আর এস ২৯৩৯ দাগের ৬ শতক ভূমি বাদীগণ কে আপোষে দখল প্রদান করেছেন। উক্ত দলিলে নালিশী খতিয়ান ও দাগ ভূমি শিকলবাহা মৌজাস্থ মর্মে লিপি থাকলেও প্রদর্শনী-১ আর এস ২৩৮ খতিয়ান হতে দেখা যায়, নালিশী আর এস ২৯৩৯ দাগ চরলক্ষ্যা মৌজাস্থ হয়। আবার বাদীপক্ষ কৃর্তক দাখিলী সংবাদের নকল প্রদ- ১১ হতে দেখা যায়, শিকলবাহা মৌজায় আর এস ২৯৩৯ দাগটি ছুট দাগ এবং শুধু তাই নয়, উক্ত মৌজার আরএস ২৬৮৭-৩৫০০ নং দাগ ছুট দাগ হিসাবে রয়েছে যাহার বিপরীতে কোন খতিয়ান নেই। সুতরাং ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাদীর পিতার নামীয় তর্কিত ৪৬৪৪ নং দলিলে মৌজার নাম শিকলবাহা উল্লেখ পরিস্কার ভুল হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত

দলিলে শিকলবাহার স্থলে চরলক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল। দলিলের উক্ত ভুল দলিল লিখলেকর অসাবধানতা বশত হওয়ায় উহা সংশোধনযোগ্য বলে আমি বিবেচনা করি।

প্রদর্শনী- ২ বি এস ৭১১ নং খতিয়ান হতে দেখা যায়, নালিশী আর এস ২৯৩৯ নং দাগের সামিল বি এস ৩৮৩২ দাগের ১৩ শতক ভুমি জমির গং এর নামে লিপি হয়েছে। যেহেতু বাদীগনের বায়ার পিতা উক্ত দাগের ৬ শতক ভুমি ২০/০১/১৯৫৪ ইং তারিখের ৪৬৪৪ নং কবলামুলে খরিদসূত্রে মালিক দখলকার ছিলেন সেহেতু বি এস খতিয়ানে উক্ত দাগ সংশ্লিষ্টে বাদী গনের বায়ার পিতা অর্থাত অহিদুন্নবীর নামেও রেকর্ড হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মতো পরিস্কার যে নালিশী ভুমি সংশ্লিষ্টে বি এস খতিয়ান ভুলভাবে রেকর্ড হয়েছে।

সার্বিক পর্যালোচনায় বাদীগণ ও ১-৪ নং বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় বিগত ১২/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখের সোলেনামায় বর্নিত আপোষের শর্তসমূহ সুষ্ঠু, বৈধ, বাধ্যকর ও কার্যকর মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। আরো প্রতীয়মান হয়েছে যে, উভয়পক্ষ স্বেচ্ছায় অত্র মামলা আপোষে নিষ্পত্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং দাখিলীয় সোলেনামা উভয়ের মধ্যেকার বৈধ সমোঝতারই প্রতিফলন। সার্বিক বিবেচনায় দাখিলী সোলেনামা অত্র আদালত কর্তৃক গৃহীত হলো। প্রতীয়মান হয় যে, অত্র মোকদ্দমা সোলেসূত্রে নিষ্পত্তিযোগ্য।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১-৪ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে সোলেসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীগণের বিরুদ্ধে এক-তরফা সূত্রে সোলেনামার শর্ত মোতাবেক বিনা খরচায় ডিক্রী প্রদান করা হলো। দাখিলী **১২/১১/২০২০** ইং তারিখের সোলেনামা অত্র ডিক্রীর একাংশ গন্য করা হলো ।

এই মর্মে ঘোষনা করা যাচ্ছে, নালিশী তফসিল বর্ণিত ভুমিতে বাদীগণের উত্তম ও অপরাজেয় স্বত্ব রহিয়াছে এবং উক্ত ভুমি সংশ্লিষ্ট বি.এস ৭১১ নং খতিয়ান ভুল ও অশুদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, যা যথারীতি বে-আইনী ও কার্যকর এবং উহা বাদীগণের উপর বাধ্যকর নয়।

এতদ্বারা দাতা- আবদুল গনী কর্তৃক গ্রহীতা-অহিদুর নবী এর অনুকূলে সম্পাদিত পটিয়া সাব-রেজিস্ট্রি অফিস, চট্টগ্রাম গত ২০/০৭/১৯৫৪ খ্রিঃ তারিখে রেজিস্ট্রিকৃত ৪৬৪৪ নম্বর বিক্রয় কবলা দলিলের তফসিলে ***মৌজা শিকলবাহার স্থলে " মৌজা চরলক্ষ্যা "*** লিপিবদ্ধ করে উক্ত মূল দলিলটি সংশোধন করার (বাদীপক্ষ কর্তৃক সংশিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট উপস্থাপন সাপেক্ষে) এবং তৎকারণে উক্ত দলিল সংশিষ্ট *বালামবহির* সংশিষ্ট পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয়

সংশোধনী আনয়ন করার জন্য জেলা রেজিস্ট্রার, কোর্ট বিল্ডিং, চট্টগ্রাম কে নির্দেশ দেওয়া হলো।

আরজীর সত্যায়িত ফটোকপিসহ অত্র ডিক্রির অনুলিপি অবগতি ও কার্যার্থে জেলা রেজিস্ট্রার, কোর্ট বিল্ডিং, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে লিখিত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ ২য় আদালত
পটিয়া, চট্টগ্রাম।